মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

ওয়েবসাইট : www.bangladeshbank.org.bd

এ এম এল সার্কুলার নম্বর ঃ ২৬

তারিখ ঃ ১৫ আশ্বিন, ১৪১৭ / ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কর্মরত সকল তফসিলী ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী, মানি চেঞ্জার, অর্থ প্রেরণকারী বা অর্থ স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠান, স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, সম্পদ ব্যবস্থাপক, অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation) ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation)।

প্রিয় মহোদয়গণ,

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এ নতুন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ও সম্পৃক্ত অপরাধ সংযোজন প্রসংগে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(ঠ)(ঋ) এর সূত্রে সরকারের অনুমোদনক্রমে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, (২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, (৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান (৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক, (৫) অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation) ও (৬) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation) কে এবং একই আইনের ২(থ)(১৭) ধারার সূত্রে সরকারের অনুমোদনক্রমে সম্পৃক্ত অপরাধ হিসেবে (১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান, (২) ভেজাল বা স্বত্ব লঙ্ঘন করে পণ্য উৎপাদন, (৩) পরিবেশগত অপরাধ, (৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation), (৫) পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তা কাজে লাগিয়ে শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation) এবং (৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং- এএমএলডি-০১/২০১০ বিবি অপর পৃষ্ঠায় পুনঃমুদ্রণ করা হলো।
০২। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করবেন এবং ইত্যবসরে অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযোজনী ঃ ০১ (এক) পাতা।

(ম. মাহফুজুর রহমান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৭১২০৬৫৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রজ্ঞাপন নং-এএমএলডি-০১/২০১০ বিবি

ঢাকা, ১৫ আশ্বিন, ১৪১৭ (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১০)

০১। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(ঠ)(ঋ) এ প্রদত্ত এখতিয়ারসূত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, (২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, (৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান (৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক, (৫) অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)ও (৬) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation) কে অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

এক্ষেত্রে (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার বলিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে ২(ঝ) ও (ঞ) ধারায় সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠানকে, (২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার বলিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর যথাক্রমে ২(চ) ও (ঞ) ধারায় সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠানকে, (৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান বলিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর ২(ঞ) ধারায় সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠানকে, (৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক বলিতে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর ২(ধ) ধারায় সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠানকে, (৫) অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation) বলিতে কোম্পানী আইন (বাংলাদেশ), ১৯৯৪ এর ২৮ ধারার আওতায় নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান এবং (৬) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation) বলিতে দি ভলানটেরি সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এজেন্সিস্ (রেজিস্ট্রেশন এন্ড কন্ট্রোল) অর্ডিনেন্স, ১৯৬১, সমবায় সমিতি আইন, ২০০১, দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০, দি ফরেন ডোনেশন (ভলানটেরি এ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিনেন্স, ১৯৭৮, দি ফরেন কনট্রিবিউশনস্ (রেগুলেশন) অর্ডিনেন্স, ১৯৮২ এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর আওতায় অনুমোদিত/নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে। এবং

০২। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ২(থ)(১৭) ধারার এখতিয়ার সূত্রে সম্পৃক্ত অপরাধ হিসাবে (১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান, (২) ভেজাল বা স্বত্ব লঙ্ঘন করে পণ্য উৎপাদন, (৩) পরিবেশগত অপরাধ, (৪) যৌন নিপীড়ন(Sexual Exploitation), (৫) পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হইবার পূর্বে তা কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation) এবং (৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime)-কে অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

স্বাক্ষরিত

(জিয়াউল হাসান সিদ্দিকী)

ডেপুটি গভর্নর